গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর
বেসরকারি কলেজ শাখা
www.dshe.gov.bd
ঢাকা

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.২৭.০২০.১৯.২১১

তারিখ: ১২ বৈশাখ ১৪২৯
২৫ এপ্রিল ২০২২

বিষয়: **নাটোর জেলার বাগাতিপাড়ার লক্ষণহাটী স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ এ.কে.এম শরিফুল ইসলাম (লেলিন) এর অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তকরণ**

দুদক প্রধান কার্যালয়ের স্মারক নং ০০.০১.০০০০.৫০৩.২৬.২৬৭.২১-৫৪৬১; ৩/২/২২ মোতাবেক বাগাতিপাড়া পৌরসভার মেয়র জনাব মো: মোশাররফ হোসেন নাটোর জেলার বাগাতিপাড়ার লক্ষণহাটী স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ এ.কে.এম শরিফুল ইসলাম (লেলিন) এর অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগের বর্ণনা: লক্ষণহাটী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এ.কে.এম শরিফুল ইসলাম (লেলিন), এবং লক্ষণহাটী স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ এ.কে.এম শরিফুল ইসলাম (লেলিন) একই ব্যক্তি। ছাত্র-ছাত্রী এস,এস,সি (সাধারণ) শাখা এবং এস,এস,সি (ভাকেঃ) শাখায় বার্ডে সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নিলে উভয় শাখায় তাদের রেজিষ্ট্রেশন কার্ড, প্রবেশ পত্র, নম্বরপত্র, সনদপত্র, প্রশংসা পত্র সব খানেই লক্ষণহাটী উচ্চ বিদ্যালয় (Laxmanhati High School) লিখা থাকে। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রী লক্ষণহাটী স্কুল এন্ড কলেজ থেকে এইচএসসি (বি.এম) পরীক্ষায় অংশ নিলে তাদের রেজিষ্ট্রেশন কার্ড, প্রবেশ পত্র, নম্বর পত্র, সনদ পত্র, প্রশংসা পত্র সবখানে লক্ষণহাটী স্কুল এন্ড কলেজ (Laxmanhati School & College) লিখা না থাকে। তাছাড়াও এ.কে.এম শরিফুল ইসলাম (লেলিন) লক্ষনহাটী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়াগে নিয়ে বেতন বন্ধ (stop না করে / চাকরী হইতে অব্যাহতি না দিয়ে লক্ষণহাটী স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে চাকরী করছেন। লক্ষণহাটী উচ্চ বিদ্যালয়ের সাধারণ শাখার কোড- পাসওয়ার্ড, ভাকেশনাল শাখার কোড-পার্সওয়ার্ড এবং লক্ষণহাটী স্কুল এন্ড কলেজ শাখার কোড-পার্সওয়ার্ড এর কোন মিল নেই। সহজ ভাবে অভিযাগে দাখিল করা যায় যে, ১. লক্ষণহাটী উচ্চ বিদ্যালয়ে (Laxmanhati High School) এর প্রধান শিক্ষক এ.কে.এম শরিফুল ইসলাম (লেলিন) প্রধান শিক্ষক পদ হতে অব্যাহতি না দিয়ে অন্য আরেকটি প্রতিষ্ঠান যাহার নাম লক্ষণহাটী স্কুল এন্ড কলেজ (Laxmanhati School & College) "সমস্ত শিক্ষাজীবনে ২টিতে তৃতীয় বিভাগ নিয়ে অধ্যক্ষ হিসেবে চাকরী করছেন। ২. এ.কে.এম শরিফুল ইসলাম (লেলিন)কে হয়, প্রধান শিক্ষক অথবা অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে অন্যথায় দুটির দায়িত্ব অবৈধ। ৩. অধ্যক্ষ পদে থাকতে চাইলে যে তারিখ হইতে অধ্যক্ষ পদে নিয়াগে নিয়েছেন সেই তারিখ হইতে তিনি আর প্রধান শিক্ষক হিসেবে যেকোনোরূপ বেতন ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি শিক্ষামন্ত্রনালয় কর্তৃক জারীকৃত জনবল কাঠামো অনুযায়ী উত্তোলন করা অবৈধ। ৪. এছাড়াও প্রধান শিক্ষক এবং অধ্যক্ষ হিসেবে শিক্ষার্থীদের রজিষ্ট্রেশন কার্ড প্রবেশ পত্র, নম্বর পত্র, সনদ পত্র, প্রশংসা পত্র প্রত্যয়ন পত্রসহ যেসমস্ত কাগজপত্রে স্বাক্ষর করেছেন তা আইনত অবৈধ। ৫. শিক্ষার্থীদের ফরম পূরন ফি বাবদ যে টাকা গ্রহণ করা হয় তাহার কোন রশিদ দেওয়া হয়না। ৬. তিনি উভয় পদে থেকে দুটি প্রতিষ্ঠানে বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে যে সমস্ত নিয়াগে দিয়েছে তা আইনতভাবে অবৈধ। ৭. এ.কে.এম শরিফুল ইসলাম (লেলিন) একই সাথে লক্ষশহাটি উচ্চ বিদ্যালয়ের কেন্দ্র সচিব এবং লক্ষণহাটী স্কুল এন্ড কলেজের বি.এম শাখার ও কেন্দ্র সচিব যা আইনত অবৈধ। ৮. লক্ষণহাটি উচ্চ বিদ্যালয়ের নামে সকল জমি ও অবকাঠামো আছে কিন্তু লক্ষহাটি স্কুল এন্ড কলেজ (যার পূর্ব নাম লক্ষণহাটি মহিলা কলেজ এর নামে কোন জমি বা অবকাঠামো নেই। যা প্রতিষ্ঠান নীতি বিরাধি। ৯। লক্ষণহাটি স্কুল এন্ড কলেজটি মহিলা কোটাতে অনুমাদেন হয়। তখন এর নাম ছিল লক্ষণহাটি মহিলা কলেজ। যেখানে প্রথম ২ জন ছাত্রী ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু কিছু অসাধু লাকের জোগসাজসে ভা কমবাইন্ড

কলেজে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে রূপান্তর করে যার বর্তমান নাম লক্ষণহাটি স্কুল এন্ড কলেজ। মোদ্দা কথা সে মেয়েকে ছেলে করে ফেলেছে। তাই অধ্যক্ষের নিয়াগের তারিখ হইতে অদ্যবধি যত প্রধান শিক্ষকের বেতন ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি নিয়েছেন তাহা সরকারী কোষাগারে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় জমাদান করা এবং অত্র প্রতিষ্ঠানের স্কুলের প্রধান শিক্ষক অথবা কলেজের অধ্যক্ষ, পদের মধ্যে যে কোন একটি পদে চাকরী করতে হবে। গত ২০১৭খ্রীঃ, ২০১২ খ্রীঃ, ২০১৩ খ্রীঃ এর শিক্ষামন্ত্রনালয় কর্তৃক জনবল কাঠামো অনুসারে সমস্ত শিক্ষা জীবনের যে কোন একটির অধিক তৃতীয় বিভাগ সমমান জিপিএ গ্রহণযাগ্যে নয়। অথচ এ.কে.এম শরিফুল ইসলাম (লেলিন) এস.এস.সি-১৯৮৮-রোলঃ বাগাতি ১৯, রেজিঃ ১৭৬১৬৮৭-২য় বিভাগ (৪৬৮ নম্বর)। এইচ.এস.সি-১৯৯০ বোঃ নাট-২৫৯ রেজিঃ ২২৪১২৮৯ বিশেষ পাশ (কম্পার্টমেন্টাল) • যাহা তৃতীয় বিভাগ অপেক্ষা কম মানের পাশ। বি.এ (পাশ)-১৯৯২-রালেঃ ২৫৫০৩-৩য় বিভাগ (৩৩১নম্বর)। অতএব জনাব লক্ষণহাটী উচ্চ বিদ্যালয় এবং লক্ষশহাটী স্কুল এন্ড কলেজ এর মাটে দুটি (২) প্রতিষ্ঠানের কোডপার্সওয়ার্ড, শিক্ষাক্রম, সনদপত্রের, নম্বর পত্রের, রেজিষ্ট্রেশন পত্রের প্রবেশ পত্রের নাম আলাদা। সুতরাং একজন ব্যাক্তি দুটি প্রতিষ্ঠানে একই সাথে থাকতে পারবেন না। এছাড়াও অধ্যক্ষ পদে তিনি থাকতে চাইলে প্রধান শিক্ষক পদ হতে অব্যাহতি দিতে হবে। অন্যথায় তিনি অধ্যক্ষ পদ বাদ দিয়ে প্রধান শিক্ষক পদে থাকতে হবে। তাই উক্ত অভিযাগে গুলা সরেজমিনে তদন্ত পূর্বক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিনীত অনুরাধে করা হলো।

এমতাবস্থায়, বর্ণিত বিষয়টি সরেজমিনে তদন্তপূর্বক সুস্পষ্ট মতামত সহ ১০(দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য নবাব সিরাজুদ্দৌলা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

২৫-৪-২০২২
মোঃ আবদুল কাদের
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ, নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা সরকারি কলেজ, নাটোর

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.২৭.০২০.১৯.২১১/১(৩)

তারিখ: ১২ বৈশাখ ১৪২৯
২৫ এপ্রিল ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) পরিচালক, পরিচালক (দৈনিক ও সাম্প্রতিক অভিযোগ সেল), দুর্নীতি দমন কমিশন
২) এ.কে.এম শরিফুল ইসলাম (লেলিন), অধ্যক্ষ, লক্ষণহাটী স্কুল এন্ড কলেজ, বাগাতিপাড়া, নাটোর।
৩) জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন, মেয়র, বাগাতিপাড়া পৌরসভা, নাটোর।

২৫-৪-২০২২
মোঃ আবদুল কাদের
সহকারী পরিচালক